Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ অক্টোবর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ১২ অক্টোবর,২০১৫, সোমবার, ২৪ আশ্বিন,১৪২২

তালিকা তৈরি : হাওয়ায় ভাসছে খবর

‘টেট’ পরীক্ষায় বসলো অর্ধেকেরও কম

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ অক্টোবর : টেট পরীক্ষা নিয়ে বদনাম কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না রাজ্য সরকারের। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২ ঘন্টা আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাওয়া গেছে। হোয়ার্টস অ্যাপে সেই তথ্য একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল স্থানীয় থানায় জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শিক্ষাকর্তা ও শিক্ষামন্ত্রীর ফোন বেজে গেলেও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কেউই কথা বলতে চায়না। হাওয়ায় রব উঠেছে ৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকায় প্রাইমারি শিক্ষকদের চাকরি বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় দাদা ধরতে পারলেই হল এবং তালিকা আগেই প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। এই খবরে হতাশায় পরীক্ষার্থীর ৫০ শতাংশই হলমুখো হননি।

বর্ধমান শহরের ইছলাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ের ৩১২ জনের পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও এসেছেন মাত্র ১৫৯ জন। এরকমই ইছলাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে এসেছেন ২৪৯ জনের মধ্যে ১০৯ জন। বর্ধমান বিদ্যার্থী গার্লস হাইস্কুলে হাজির থেকেছেন ৫৪৫ জনের মধ্যে ৩৯০ জন। শহরের শিবকুমার হরিজন বিদ্যালয়ের ৩০৬ জনের মধ্যে এসেছেন ১০৯ জন। তালিত গৌরেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে ৩০৮ জনের মধ্যে ১৫৯ জন। কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ২১৯ জনের মধ্যে এসেছেন ১০৭ জন। বর্ধমান রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে ২২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে হাজির থেকেছেন ১৪৯ জন। খণ্ডঘোষে চারটি বিদ্যালয়ে হাজির ছিল মোট ৫০ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

অন্যদিকে বর্ধমানে প্রশাসনিক ব্যর্থতা পরীক্ষার পর খাতা জমা দিতে এসে প্রায় ২ ঘন্টা বর্ধমান টেজারি ভবনে অপেক্ষা করতে হয় বর্ধমান শহরের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের। সরকারি গাইডেন্স মতো বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকারা টেজারি ভবনে উত্তরপত্র জমা দিতে এলেও কোনো আধিকারিক সেগুলো জমা নেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন না। পরে প্রধান শিক্ষকরা বিভন্ন জায়গায় ফোনে খবর জানানোর পর মিডিয়া বিষয়টি প্রচার করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির হস্তক্ষেপে উত্তরপত্র জমা দিতে সক্ষম হয় বর্ধমান সি এম এস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন কোঙার, হরিসভা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তনুজাদেবী সহ অনেকে এই হয়রানির স্বীকার হয়েছেন প্রায় এক ডজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অবাধে ভোট লুঠ করেও নিশ্চিহ্ন করা গেল না বিরোধীদের আসানসোলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১১ অক্টোবর : আসানসোলে কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে নির্বাচনীসভায় মুখ্যমন্ত্রী হুমকির সুরে বলেছিলেন, যে-কোনো মূল্যে তার আসানসোল চাই-ই-চাই। বামপন্থীরা যাতে একটি আসনও না পায় তার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন তার ভাইয়েদের। তার ইচ্ছানুযায়ী ভোটের আগে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দামাল ভাইয়েরা এবং পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন উপায়ে বামপন্থীদের ধমকানো শুরু হয়। ভোটের দিন সি পি আই(এম) এজেন্টদের মেরে বুথ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ ভোটারদের বুথে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয়। তৃণমূলের পক্ষে ভোট লুটে তাদের সাহায্য করে পুলিশ প্রশাসন।

আমজনতার আশঙ্কা ছিল ছাপ্পা ভোট ও সন্ত্রাসের যুগলবন্দিতে আসানসোলে একটি আসনও পাবে না বামপন্থীরা। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় ১০৬টির মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ১৭টি আসন, বাবুল সুপ্রিয়র বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৮টি আসন, নির্দল ৪টি ও কংগ্রেস পেয়েছে ৩টি আসন।

ব্যাপক ছাপ্পা ও ভোট লুটের কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ—আসানসোলের ৪ জন তৃণমূল প্রার্থী ৫ হাজেররও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় নুলিয়া ৬,৫৯৩টি ভোটের মধ্যে ভোট পেয়েছেন ৬,০৪১টি যা প্রদত্ত ভোটের ৯১ শতাংশ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিকে তিনি হারিয়েছেন ৫,৮৩৩ ভোটে। তৃণমূলের ৩ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৪-৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে। ৫ জন জয়ী হয়েছেন ৩-৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে। রেকর্ড ভোটে তৃণমূল প্রার্থীদের জেতা আসনে বিরোধীদের প্রাপ্ত ভোট ১ থেকে সর্বোচ্চ ২০০ মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। ৬ নং ওয়ার্ডের ৫০ নং বুথে তৃণমূল প্রার্থী প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে ৮৬৬টি ভোট পেয়েছেন সেখানে সি পি আই(এম) প্রার্থী হুসেনের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ৩টি ভোট। বি জে পি পেয়েছেন মাত্র ২টি ভোট। মলয় ঘটকের ভাই অভিজিৎ ঘটক ৬,২৭২টি ভোটের মধ্যে একাই পেয়েছেন ৫,২৪৪টি ভোট।

কালনায় মিছিল বিক্ষোভ স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ অক্টোবর : গণতন্ত্র এবং অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের উপর আক্রমণ শুধু বিধাননগর বালি ও আসানসোলের উপরই সীমাবদ্ধ ছিলো না। রাজ্যের প্রশাসন ও শাসক দলের যৌথ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল কালনার পঞ্চায়েতের উপ-নির্বাচনেও। অবাধ ছাপ্পা ভোটের মাধ্যমে উপ-নির্বাচনে শাসক দল জয়ী হয়েছে। উপ-নির্বাচনে জনমত কোনো ভাবেই প্রতিফলিত হয়নি। ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় কালনা থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখার সময় বলেন, ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী, অরুণাভ চক্রবর্তী, তাপস দাস প্রমুখ। সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে এই অবস্থানে বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন বীরেন বসু মল্লিক। বক্তারা আরও বলেন, তোলাবাজির অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে শাসক দলের যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তার ঢেউ আছড়ে পড়েছে কালনার বুকেও। তাই নিজেদের মধ্যে মারামারি, হাতাহাতি এমনকি দলীয় পার্টি অফিস ভাঙার মতোও ঘটনা ঘটছে। ফলে সব গোষ্ঠীতেই এখন সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতীদের সমাবেশ ঘটছে। কালনায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তার উপর শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থামাতে কালনায় আধা সামরিকবাহিনী নামানো হয়েছে। এই বাহিনী প্রকৃত দুষ্কৃতীদের কাছে না পৌঁছে রাস্তা-ঘাটে যাকে তাকে ধরে হেনস্থা করছে। এমনকি শারীরিক নির্যাতন চালাতে বাহিনী কসুর কাছে না। এসব কারণে কালনায় পূজোর বাজার মার খাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। এসব চলতে পারে না। কালনায় সুস্থ পরিবেষ ফিরিয়ে আনতেই হবে। এদিন কালনা থানার ওসিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তার আগে মধুবনে জমায়েত হয়ে ধিক্কার মিছিল হয়। এই মিছিল কালনা শহর পরিক্রমার পর কালনা থানার সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়।

বাংলা চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ অক্টোবর : বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে এক আলোচনাসভা হয়ে গেল বর্ধমান টাউন হলে। ‘বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি’ বিষয়ে প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক শিলাদিত্য সেন। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে গভীর উদ্বেগের সাথে জানান বর্তমান শতাব্দীতে কতিপয় প্রযোজকের মৌরসিপাট্টার হাত ধরে ভাল বাংলা ছবি কোনঠাসা হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভাল বাংলা ছবি ব্রাত্য। এজন্য প্রজন্ম দায়ী নয়। দায়ী প্রযোজকরা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি প্রেমেন্দ্র মজুমদার, বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক বিভাস রঞ্জন দাস। সভাপতিত্ব করেন শিবাশীষ ঘোষ।

যাদের এবার পুজো হবে না

কিশোর মাকর

কাকভোরে মহালয়ের দিনে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর যখন বাড়িতে বাড়িতে টিভি অথবা রেডিওতে গমগম করছে তখন বালিশে মুখ গুঁজে চোখের জলে সকাল হয়েছে ওদের।

ওদের মানে বর্ধমান শহরের দেড় হাজার রিক্সা শ্রমিকের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা। ঢাকের বাজনা, পটকার আওয়াজ নতুন জামাকাপড় এবং তাদের কাছে ব্রাত্য। গতবার ও নতুন জামাকাপড় পড়ে শহরের সেরা ঠাকুর রাত জেগে দেখেছে তারা।

নার্স কোয়ার্টার মোড়ে সকালে বিকেলে সারাদিন রিক্সায় বসে থাকা জামির সেখ জানালেন দু-দিনের ইতিবৃত্ত। বয়সের ভাড়ে শরীর আর বইছে না। তবুও সংসারের কথা ভেবে সারাদিন বসে আছেন। জানেন চল্লিশ বছর রিক্সা চালিয়ে খাচ্ছি। এমন দুর্দিন এর আগে আসে নি। দুই ছেলে এক মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়েছি। গতবারও এক পালিতে ৪০০-৫০০ টাকা পুজোর বাজার হয়েছে। এক পালি মানে সকাল ৭ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত। এবার সারাদিনে পঞ্চাশ টাকাও হচ্ছে না। হঠাৎ কলোনির সেখ শায়িদ খান এখন রিক্সা ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। ত্রিশ বছর ধরে মানুষ টেনে টেনে সেবা করে এখন শেষ বয়সে জোগাড়ের কাজ করছি। তাও সব দিন কাজ হয় না। শরীর বইছে না। পাশ দিয়ে যাওয়া গোলাপবাগের ত্রিশ বছরের রাজ শায়িদকে দেখে চোখ কপালে তুলে বললো পাপ করেছো। এবার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। পরিবর্তন চাই বলে তখন সবাই তো রাস্তায় নেমেছিলে। আমার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলে উঠলো, জানেন সারাদিন হন্যে হয়ে খালি রিক্সা নিয়ে ঘুরছি। এখনও বউনি হয়নি। নুন আনতে পান্থা ফুরানো অবস্থায় পূজোতে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনতে পারি নি।

বর্ধমান শহরে প্রায় দেড়হাজার পুরসভার লাইসেন্সে রিক্সা আছে। টোটোর দাপটে এখন খুব লড়াই করে টিকে আছে শ’পাঁচেক। মিঠাপুকুরের ১৪টি রিক্সার মালিক অজয় সরকার জানালেন আমরা এখন পথে বসে গেছি। এটাই আমাদের মূল পেশা। এখন এক পালিই চলে। পাঁচটা রিক্সা কোনোরকমে চলে। আগে দু-পালিই ছিট মারা যেত না। সকাল ৭ টা থেকে ৩ টা এবং ৩টা থেকে ৮ টা দু পালি। রিক্সা মালিক, শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় দু-হাজার পরিবার পথে বসেছে। শহরে এখন প্রায় হাজার টোটো নেমেছে। যানজট কাটাতে রিক্সা তুলে অনিয়ন্ত্রিত টোটোর ঠেলায় শহরের রাস্তায় নাভিশ্বাস উঠছে পথচারীদের। রিক্সামালিক, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পুরসভা মিলিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও হয়। সেখানে ঠিক হয় পুরসভার অধীনে শহরের সমস্ত রাস্তার জন্য ৭০টি টোটো চলবে। এখন রাজনৈতিক দাদা ধরে বেলাগাম টোটো রিক্সাদের পথে বসিয়েছে। শ্রমিকদের পেটে হাত পড়বে না বলে আশ্বাস দিয়েছিল পুরসভা।

বর্ধমান জেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক তরুণ রায় শহরের রিক্সা শ্রমিকদের দুর্দিনের কথা স্বীকার করেন। বলেন শহরে অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচল এর জন্য দায়ী। আমরা জেলাশাসক-এর কাছে পূজোর পর আবার ডেপুটেশন দেব। আগেও দেওয়া হয়েছিল। ম.

ূলত দুটি দাবি—টোটোগুলি নিয়ন্ত্রিত করে লং রুটে চালাতে হবে। রিক্সা শ্রমিকদের টেটো দিতে হবে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে।

পূজো শেষ হবে। ভোট আবার আসবে। এখন দেখার এদের সুদিন কি আবার ফিরবে?

প্রকাশিত হচ্ছে নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৫

নতুন চিঠি

১২ অক্টোবর, ২০১৫

এ আমরা কোন রাজ্যে আছি?

তৃণমূলি লুঠেরাদের হাতে পশ্চিমবঙ্গে সদ্য সম্পন্ন পৌর-পঞ্চায়েত নির্বাচনের কী হাল হয়েছে, সে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দেখা গেল টেট পরীক্ষায় চাকরি লুঠের প্রক্রিয়া কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেনা-বেচার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। প্রশাসনকে দল তথা দলনেত্রীর ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে।

পৌর-পঞ্চায়েত নির্বাচনের চেহারা দেখে অনুগত এক নির্বাচন কমিশনারের আনুগত্যে সামান্য ঘাটতি দেখা দেওয়াতেই তাঁকে সরাসরি পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বে-আইনিভাবে আর এক সরকারি সচিবকে সেই পদে সমাসীন করা হল। তিনি কয়েকটি মাত্র কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে মুখ রক্ষা করলেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলি সেই নির্বাচন বয়কট করায় নির্বাচনের যে হাস্যকর ফলাফল দেখা গেল, তাতে গণতন্ত্র আর একবার পদদলিত হল। অনেক ক্ষেত্রে তৃণমূলের পক্ষে ভোটার-সংখ্যা বেশি ভোট পড়ে গেল, কোথাও বা ভোট পড়লো যৎসামান্য।

অন্যদিকে টেট পরীক্ষা একবার বাতিল হল, দ্বিতীয়বারের পরীক্ষাও এক প্রহসনে পরিণত হল। অগ্রিম ৩ লক্ষ, চাকরি হলে বাকি ২ লক্ষ, এমন সব চুক্তিতে চাকরি বিক্রয়ের প্রক্রিয়া জানাজানি হয়ে য়াওয়ায় ব্যাপক সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায়ই বসলো না। যারা কিঞ্চিৎ আশা নিয়ে বসলো, তারাও দেখলো প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হয়ে গেছে। এস এম এস-এও নাকি উত্তর বলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এ আমরা কোন রাজ্যে আছি?

পুরনির্বাচনে আক্রান্ত সাংবাদিকরা

প্রতিবাদে আসানসোলের সাংবাদিকরা

পুর নির্বাচন ২০১৫ যেমন ছাপ্পা ভোট রিগিং ও সন্ত্রাসে রেকর্ড কায়েম করেছে, তেমনি সর্বাধিক সাংবাদিক নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নজিরবিহীন ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন শাসক দলের দুষ্কৃতীদের হাতে। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ ও হামলার প্রতিবাদে রাজ্যে সর্বত্র সাংবাদিকরা পথে নেমেছেন। আসানসোলে প্রতিবাদী সাংবাদিকদের এটি একটি মিছিল।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাস্টারমশাই প্রথম সংস্কৃতবহুল কঠিন বাংলাকে সহজ করতে এগিয়ে আসেন, তাঁর নাম কী? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
২. প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দের আসল নাম কী ছিল? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৩. বিশ্বের প্রথম মোটরবাস কবে কোথায় চালু হয়েছিল?
৪. বলিভিয়ার বিপ্লবী আর্নেস্টে চে-গোয়েভারাকে কে কবে কাদের নির্দেশে গুলি করে হত্যা করে? একই সঙ্গে কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল?
৫. উগান্ডা দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৬. আন্তর্জাতিক টেলিফোন সার্ভিস কবে চালু হয়েছিল?
৭. পাকিস্তানের স্কুলছাত্রী মালালা ইউসুফজাইকে কারা কবে গুলি করে জখম করে?
৮. ফিজি দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কতগুলি দ্বীপ নিয়ে এই দেশ? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৯. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারী সতবন্ত ও কেহর সিংকে কবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল?
১০. আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস কবে পালিত হয়?
১১. স্পেন দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? কোথায় কোন নদী তীরে রাজধানী অবস্থিত? স্পেনের জাতীয় পশু কী?
১২. হুদহুদ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় কবে কোথায় প্রথম আছড়ে পড়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস উপলক্ষে

উপরে জল ঢালছি, অপেক্ষা করো নামবে

তপোময় ঘোষ

"... মারী ও মড়ক মন্বন্তর
ঘন ঘন বন্যার আঘাতে আঘাতে
ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে
সর্বনাশের খাল ..."

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্তর আমলে মারী ও মড়ক মন্বন্তর আর ঘন ঘন বন্যার আঘাত যে সর্বনাশের খাল কেটেছিল, তা বুজে যায়নি বরং আজও তাতে স্রোত হয়ে জল বয়ে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় ফুটপাথের শিশু। হ্যাঁ, সুকান্তর সেই 'চরম দুঃখ' এখনও 'চরম দারিদ্র' হয়ে রয়ে গেছে। রয়ে গেছে মানে থেকেই গেছে। রয়ে গেছে অর্থনীতিবিদদের বইয়ের পাতায়, সমাজবিজ্ঞানীদের সমীক্ষার রিপোর্টে, সরকারি হিসেবে, এমনকি আমাদের চোখের সামনে দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতায়। এই তো গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ বা আগস্টের প্রথম সপ্তাহের নিম্নচাপের বৃষ্টিতে যখন কলকাতা ভাসল, তখন ভেসে গেল এক পথশিশু।

সাধ করে তো আর মানুষ ফুটপাথে শোয় না সলমনদের গাড়ি চাপা পড়বে বলে। গাড়ি চাপা পড়াটা আনন্দের কিছু নয়। কুকুরের মতো জীবনযাপনে বাধ্য বলেই। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রে ৩ আগস্টের সংবাদ জানাচ্ছে, 'রাজারহাট-নিউটাউন- বিধাননগর সহ কলকাতায় ভবঘুরের সংখ্যা মানে যাদের ভোটার তালিকায় নাম নেই, সেই পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৮,৩৯,৯৪৭ জন আর মহিলার সংখ্যা ৪,১৩,৯৪২ জন। এদের কোনো বাসস্থান নেই। নেই কোনো রোজগারের ব্যবস্থা ..." (সূত্র : একদিন, ৩ আগস্ট, ২০১৫)

শুধু 'একদিন' -এর এই সংবাদ কেন, তার এক মাস আগে ৪ জুলাই দেশের সবকটি সংবাদপত্রে একটি সংবাদ তথা সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সরকারিভাবে যেটি দেশের 'আর্থ-সামাজিক এবং জাতিগত জনগণনা' বা 'ইকনমিক অ্যাণ্ড কাস্ট সেনসাস ২০১১' হিসাবে তার আগের দিন দিল্লিতে প্রকাশ পেয়েছিল। সে রিপোর্ট দেখেও দেশবাসীর চক্ষু চড়কগাছ। দেশে নাকি মোট পরিবার আছে ২৪.৯ কোটি। তার মধ্যে গ্রামীণ পরিবার ১৭.৯১ কোটি। এদের মধ্যে ১০.৬৯ কোটি পরিবার বিবিধ আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রামের ৯০ শতাংশ পরিবারের কোনো সদস্যের বাঁধা মাইনের কাজ নেই। ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকারও কম। এ তো খোদ সরকারি গণনার হিসাব। এই তো চরম দারিদ্র।

আমলাশোল, উত্তরবঙ্গের চা বাগান বা বিচ্ছিন্নভাবে অনাহার অর্ধাহারের যে সব সংবাদ প্রকাশ্যে আসে তাতে না হয় সংবাদমাধ্যমের ছল চাতুরি মেশানো থাকতে পারে। কিন্তু এই আর্থ-সমাজিক সরকারি সমীক্ষার ফল? তা তো আর কারও মনগড়া নয়। এখানে কে কাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে! সবই তো বাস্তব সত্য। অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এমন সীমাহীন দারিদ্র? দেশে কি সম্পদ নেই? বিজ্ঞান প্রযুক্তি? দক্ষ মানুষ? সব আছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির যোগান দিচ্ছেন, তা চলে যাচ্ছে মাত্র কয়েকজন মানুষের ভোগে। সমাজের ওপর তলায় মাত্র কয়েক শতাংশ মানুষ এইসব সুযোগ-সুবিধার প্রায় সবটাই চেটেপুটে নিচ্ছেন। অল্প কিছু চুঁইয়ে নামছে। (সূত্র : 'ট্রিকল-ডাউন ইকনমিকস : দি স্টেটসম্যান' ১১ আগস্ট, ২০১৫)

বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যে ব্যবহার দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করছে, তা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশের 'গড় জাতীয় আয়' বা জিডিপি বাড়ছেও। বরং এখন বেশিই বাড়ছে। কিন্তু সেই আয় পুঞ্জীভূত হচ্ছে কয়েকজন উপরতলার মানুষের হাতে। নিচুতলার অসংখ্য মানুষের কোনো আয় নেই, আর ওপরতলার চরম আছে। পেঙা বাউরির আর গৌতম আদানির আয়ের যোগফলের ভাগফলই তো জিডিপি। তা বাড়ছে মানেই পেঙা বাউরির উন্নতি ঘটছে না। কারণ আয়-বৈষম্য আছে, আর আয়-বন্টন নেই। আমাদের কালে বৈষম্য এমনই মহিমাময়। বৈষম্যের 'গিনি-সূচক' এখানে মর্মান্তিক।

আমাদের দেশে বিগত শতকের ষাটের দশকে এই বৈষম্য কম ছিল। তখন দারিদ্র ছিল, চরম দারিদ্রও ছিল কিন্তু এত উৎকট বড়লোক ছিল না। এখন তো এখানে বিলিওনিয়ার বা শতকোটিপতির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তখন এসব ছিল না বলেই ফারাকটা কম ছিল। গত বছর দেশে মাত্র ৪৭জন এইরকম শতকোটিপতি ছিলেন। এ বছর সংখ্যাটা নাকি ২০০ ছাড়িয়েছে। ষাটের দশকে ছিল এরকম মহাধনীর মহাসংখ্যা?

উল্টে তখন ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগ। সোভিয়েতের সাহায্য সহযোগিতার ছোঁয়া। তাই এমনকি ইন্দিরা গান্ধির মত কট্টর মহিলাও 'গরিবী হঠাও' ধ্বনি দিয়ে ২০ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে দারিদ্র অনেকটাই কমেছিল বৈকি! (সূত্র : 'গরিবী হঠাও' রি-ডিফাইন্ড : 'দি স্টেটসম্যান, ৮ আগস্ট '১৫) 'ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম', 'রুরাল ল্যাণ্ডলেস লেবার এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি ইত্যাদি গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। ১,২১,০০৫ টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেছিল। ১.৭ মিলিয়ন সেচ পাম্পেও ওই বিদ্যুৎ সংযুক্ত হয়েছিল। সেই ১৯৬৯-১৯৭৭ সালের মধ্যেই। ধীর এবং ধারাবাহিক অগ্রগতি ঘটছিলই।

কিন্তু তারপর এল সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পতনের যুগ, তথা নয়া-সাম্রাজ্যবাদীদের উদারীকরণ তথা মুক্ত অর্থনীতির যুগ। বলা হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নয়, বাজারের ইচ্ছেতেই চলবে অর্থনীতি। সবাইকে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। যে জিতবে সে-ই সিকান্দর। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রগতিতে দয়ামায়ার মানবিকতার কোনো স্থান নেই। দৌড়াও। পারলে পৌঁছোও, না পারলে ধ্বংস হও।

ভারতের গ্রাম, তার কৃষি ও কৃষক জনতা তাই ধ্বংস হয়েছে। আজ আর হাহাকার করে লাভ নেই।

কারা দরিদ্র? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিশ্ব জুড়ে একটা সূচক বা সংজ্ঞা চালু আছে। আগেও ছিল। যারা সারাদিনে এক মার্কিন ডলারও উপার্জন বা ভোগ করতে পারে না, তারাই দরিদ্র। এখন ভোগবিলাসের যুগ বলে ওটা বাড়িয়ে ১.২৫ ডলার করা হয়েছে। তা এক ডলার মানে বর্তমান টাকার অবক্ষয়ের যুগে তা প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা! সওয়া এক ডলার মানে আমাদের টাকার মানে ৭৫ টাকা।

কিন্তু আমাদেরদেশের এমনই ভুলভুলাইয়া এসব বিষয় যে, যতই আপনি একটা পথ ধরে এগোবেন অন্য গলিতে ঢুকে যাবেন। যেমন যোজনা কমিশনের সর্বশেষ সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের দেশের শহরে দৈনিক ৩২.৫ বা সাড়ে বত্রিশ টাকা এবং গ্রামে ২৯.৩ বা উনত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সা আয় বা ব্যয় করতে না পারলে তবে দরিদ্র! এই সব 'চরম দারিদ্র' কথা অমৃত সমান।

কারণ অমৃতভাষি ওইসব অর্থনীতিবিদদের মতে একজন মানুষের খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্য চিকিৎসা, শিক্ষা-বাসস্থান সব জুটবে ওই টাকাতেই। বেশি বকলে, শুনবেন আপনি অর্থনীতির কিছুই বোঝেন না!

যতই কবি নজরুল ব্যাজস্তুতি করে লিখুন না কেন 'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান', দারিদ্র মানুষের অভিশাপ। দারিদ্রের নিপীড়নে মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পায় না। তার শত গুণ দোষে পরিণত হয়। কোনো প্রতিভাই স্ফুরিত হওয়ার সুযোগ পায় না। অন্যদিকে স্বচ্ছলতা বা আর্থিক সঙ্গতি থাকলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে একটি সুখী জীবন পাওয়া সম্ভব।

দারিদ্র দূরীকরণ তাই রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য। পৃথিবীর দেশে দেশে রাষ্ট্র সেই চেষ্টা করে চলেছে। আগেই উল্লেখ করেছি বিগত শতকের ষাট ও সত্তর দশকে এই দেশেও দারিদ্র দূরীকরণে কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। দরিদ্র মানুষের কল্যাণ কামনায় ওইসব কর্মসূচির কিছু সুদূরপ্রসারী ফলও পাওয়া গিয়েছিল।

উদারীকরণের পরও মনমোহন সিং-এর সরকার 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প'-র মতো কর্মসূচি নিয়ে গ্রামীণ মানুষের রোজগার নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। তাছাড়া খাদ্য সুরক্ষার নামে 'পাবলিক ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম', দরিদ্র বয়স্ক, বিধবা, অক্ষমদের কিছু ভাতা ইত্যাদিও চালু করেছিল। অর্থনীতির ভাষায় এগুলিকে নাকি রাষ্ট্রের 'জন-কল্যাণমুখী কর্মসূচি' বলা হয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, জাঁ দ্রেজ, প্রভাত পটনায়ক, উৎসা পটনায়ক, অমিয় কুমার বাগচী এইসব কর্মসূচির সমর্থক। অপরপক্ষে, অরবিন্দ সুব্রহ্মানিয়ান, অরবিন্দ পানাগভিরা, জগদীশ ভগবতী, বিবেক দেবরায়, সুগত মারজিত, বা অভিরূপ সরকারের মতো অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এগুলি নাকি অপচয় এবং অবিলম্বে তা বন্ধ হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কাজকর্মে সবাই নাকি প্রতিযোগী। কেউ কারো কল্যাণ করার জন্য এই ক্ষেত্রে আসে নি। কিন্তু এটাও তো সত্যি, রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব আছে। তার দুঃস্থ দুর্বল প্রজা বা নাগরিকদের বাঁচিয়ে রাখা। রাষ্ট্র তাই এসব ন্যূনতম কর্মসূচি বজায় রাখতে বাধ্য। এমনকি উন্নত দেশেও ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু আছে।

রাষ্ট্রসংঘও 'চরম দারিদ্র' নিয়ে ভাবিত শুধু নয়, যথারীতি কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ করে চলেছে। ১৯৯২ সাল থেকে এই বিশ্ব সংস্থা প্রতি বছরের ১৭ অক্টোবর দিনটিকে 'আর্ন্তজাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস' হিসাবে পালন করে আসছে। তাদের এই উদ্যোগের ফলে পৃথিবীর অনেক দেশেই দারিদ্র ক্ষুধা অপুষ্টি অশিক্ষার দাপট বিগত দশকগুলিতে অনেকটাই কমেছে।

আমাদের দেশেও যথারীতি কমেছে। 'লাখদাওয়ালা এক্সপার্ট গ্রুপ মেথডলজি' অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা ২.০৭ শতাংশ কমেছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে যেখানে দারিদ্রসীমার নিচের জনসংখ্যা ছিল ৩৯.২৮ শতাংশ, সেখানে ১৯৯৩-৯৪ এ হয়েছিল ৩৭.২১ শতাংশ। আর ১৯৯৯-২০০০ সালে তা নেমে এসেছে ২৬ শতাংশে। পরিস্কার হিসাবে ১১.২১ শতাংশ হ্রাস ঘটেছে দারিদ্রের। তেন্ডুলকর কমিটির মতে ২০০৪-০৫ সালে যা ছিল ৩৭.২ শতাংশ ২০১১-১২ সালে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ২১.৯ শতাংশে। সুতরাং দারিদ্র কমছে। কমতে কমতে এখনো ২০

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৫

প্রবন্ধ

তিমির রাত্রি শেষে ভোরের সূর্যোদয় হবেই—নিরুপম সেন; 'নবান্ন' ও এক জঙ্গি ধারার কৃষক আন্দোলন—অমল হালদার; বিশ্বায়ন ও পুঁজির আদিম সঞ্চয়—শ্রীদীপ ভট্টাচার্য; শ্রমজীবী মানুষ এগিয়ে আসছেন—অরিন্দম কোঙার; ভারতের শ্রমিক আন্দোলন (প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ)—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন—রথীন রায়; বাংলায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ—আমিনুল ইসলাম; সিপিআই(এম) একবিংশ পার্টি কংগ্রেস ও কিছু কথা ও কিছু ভাবনা —আভাস রায়চৌধুরী; মোদির প্যাটেল প্রীতি এবং সংঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি—সেখ সাইদুল হক; দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা ও দুনিয়া পাল্টানো বইগুলি—মইনুল হাসান; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ ও বাঙালি সৈনিকের যুদ্ধ-সাহিত্য—সুমিতা চক্রবর্তী; ভিয়েতনাম অজেয়-অলঙ্ঘনীয়-অমর—সুশান্ত ব্যানার্জি; উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে—সুধীর রায়; অবিনাশী বর্ণমালা—অশোক দাস; সন্তানহন্তারক বিজ্ঞানী—শ্যামল চক্রবর্তী; রবীন্দ্রনাথের চোখে পুলিস—শুভংকর চক্রবর্তী; সোশ্যালাইট—পঙ্কজ রায় সরকার; আমার স্মৃতিতে পিতা বিনয় কোঙার—সুকান্ত কোঙার; বিনয় কোঙারের চিঠি—মধুসূদনের নারী প্রতিমা নির্মাণ—কল্যাণী ভট্টাচার্য; সুনীতিকুমার ও এক ব্যতিক্রমী কর্মযোগী—কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; সাহিত্যিক সুশীল জানা ও শতবর্ষের আলোকে (১৯১৬-২০০৮)—রঙ্গনকান্তি জানা; কারান্তরালে উৎপল দত্ত—সলিল ভট্টাচার্য; বিস্মৃতপ্রায় দুই বিপ্লবী ও নিবারণচন্দ্র ঘটক ও দুকড়িবালা দেবী—অনুপ মিত্র; নির্বাচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোক-রস ও লোকসংস্কৃতি—ভব রায়; চিত্রনির্মাণের শতবর্ষে চ্যাপলিন ও অশ্রু-কৌতুক—দেবেশ ঠাকুর; ওসমান সেমবেনে ও সিনেমা যাঁর কাছে মানবমুক্তির শিল্পিত উপকরণ—সন্দীপ লাহা; হিপনস—গীম্পতি চক্রবর্তী; ওষুধে অসুখ (ওষুধ থেকে ত্বকের অসুখ)—ডা. কৌশিক লাহিড়ী; বজ্রপাতে বজ্রশাসনের বজ্রগেরো—অচিন পত্রী; বাংলা প্রবাদে রসময় পিষ্টক—ভাস্করব্রত পতি; বর্ধমান শহরে ব্রাহ্মসমাজ—সর্বজিৎ যশ; বর্ধমান জেলার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক 'পল্লীবাসী'—রতনলাল দত্ত; দেওয়ান মানিকচাঁদের মন্দির ও তোরণ—সঞ্জীব চক্রবর্তী; আশরফি অরুণ, গিনি রিনি—গৌতম চট্টোপাধ্যায় ।

কবিতা

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জিয়াদ আলী, শ্রীজাত, পিনাকী ঠাকুর, অংশুমান কর, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, পার্থ রাহা, অরবিন্দ সরকার, বিদ্যুৎ ভৌমিক, মলয় রায়, সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়), মিলনেন্দু জানা, শ্যামলবরণ সাহা, সুনির্মল কুণ্ডু, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, অমিত কাশ্যপ, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, নলিনীরঞ্জন সরকার, মণিশংকর রায়, গিরীন্দ্রনাথ চাকী, সজল শ্যাম, সুকমল ঘোষ, সতীরঞ্জন আদক, দিলীপ কালিন্দী, পরিমল ঘোষ, অজয়রঞ্জন বিশ্বাস, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, শেখ জয়নাল আবেদীন, সেবন্তী ঘোষ, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য, সমর সাহা, অলক জানা, বিশ্বনাথ কয়াল, গোবিন্দ গোস্বামী, নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস ভদ্র, তাপস রায়, নিলয় মিত্র, অরূপ আচার্য, নাসের হোসেন, অনাথ মুখোপাধ্যায়, পার্থ চৌধুরী, বিতস্তা ঘোষাল, সঞ্জয় সোম, সৌম্য দত্ত, মানস মণ্ডল, ঝর্না মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব দত্ত, কঙ্কণ সরকার, সুধাংশুরঞ্জন সাহু, পান্নালাল মল্লিক, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, যযাতি দেবল, মাধুরী অধিকারী, পরেশনাথ কর্মকার, নরেশ মণ্ডল, প্রকাশ দাস, পরেশ ঘোষ, রসুল করিম, পুষ্পজিৎ রায়, স্বপ্না রায়, অমল কর, সনৎ মণ্ডল, প্রভাত ঘোষ, গৌতম সাহা, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়, কুশল দে, আমির উল হক, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, গণেশ ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, অমিত বাগল, বিষ্ণু সামন্ত, সুস্মেলী দত্ত, দিশা চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস প্রধান, শান্তা চক্রবর্তী, অজিত ত্রিবেদী, রতন রায়চৌধুরী, চণ্ডী অধিকারী, মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি, তপন মণ্ডল, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, তপন পাল, পরেশ কর্মকার, সত্যনারায়ণ মাজিলা, স্বপনকুমার চক্রবর্তী, নির্মল নিয়োগী, উজ্জ্বলকুমার ঘোষ, মলয়কান্তি মণ্ডল, মিনতি গোস্বামী, বাসুদেব মণ্ডল, বিকাশ বিশ্বাস, নমিতা রাউত, তানিয়া রাজবংশী, অশোক অধিকারী, অশোককুমার বাগ, পঙ্কজ পাঠক, তন্ময় ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, পম্পা দাস কান্ত, বীথি চট্টোপাধ্যায়, মারুত কাশ্যপ, রীনা কুণ্ডু, কাকু (প্রয়াত কমল গায়েন), আবদুল রশীদ চৌধুরী, সৈয়দ মুশাররফ আজম, কানাইলাল বিশ্বাস, মৈনাক মুখোপাধ্যায়, উৎপল সাহা, গণেশ চৌধুরী, পলাশ দে।

গল্প

স্বপ্ন একাকার—ঘনশ্যাম চৌধুরী; এক হপ্তার দিনলিপি—গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী; রাস্তায়, অন্ধকারে—রূপক মিত্র; তিন সত্যি উন্নয়ন—তপোময় ঘোষ; পকেটমার—কাকলি ঘোষ; যাদের দুর্গাপূজা নেই—রত্না রশীদ; রিপুরাজের গুণ্ডামি ও তৎকেন্দ্রিক—সুকৃতি ঘোষাল; বিপন্ন নারী—সুমিতা মুখোপাধ্যায়; আগন্তুক—স্বপন ঘোষচৌধুরী; মাছের চোখ—সিদ্ধার্থ সিংহ।

ভ্রমণ

কোঙ্কন উপকূলের কোল ঘেঁষে—মধুছন্দা মিত্র ঘোষ
কনকচৌরীর কার্তিক মন্দির—বিলাস চ্যাটার্জি

রম্যরচনা ও পশুদের জীবনচরিত—মানিকলাল অধিকারী
পথনাটিকা ও সূর্য উঠবে বলে—অনিল মাইতি

চলে গেলেন প্রবীণ কমিউনিস্ট শিশির চক্রবর্তী (মধুসূদন চক্রবর্তী)

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ অক্টোবর : চলে গেলেন প্রবীণ কমিউনিস্ট শিশির রঞ্জন চক্রবর্তী (মধুসূদন চক্রবর্তী)। 'মার্কসবাদ জানবো' বই-এর লেখক হিসাবে মধুসূদন চক্রবর্তীকে বামপন্থী আন্দোলনের যুক্ত সকলেই চিনতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তাঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দেহ ১০ অক্টোবর এন আর এস হাসপাতালে দান করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। এন আর এস হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ সহ সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমানের মানুষ তাঁকে জানতেন শিশির চক্রবর্তী হিসাবে। তাঁর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলায় নেত্রকোণা মহকুমায়। শিক্ষক পিতা মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর সন্তান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ করে প্রথম জীবনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে বর্ধমানের রাজ কলেজিয়েট স্কুলে সহ-শিক্ষকের কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে সদর থানার সিমডাল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। পরে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বর্ধমান সি এম এস হাইস্কুলে। ১৯৭১ সালে রাজ্যে কংগ্রেস গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে বেশ কিছু দিন আত্মগোপন করেছিলেন। কলকাতায় ঐ সময় তিনি 'নন্দন' সাহিত্য পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। আমোদ বসু, বিনয় চৌধুরী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ'র সাথে নিরন্তর যোগাযোগ ছিল। ১৯৭৩ সালে তিনি সি পি আই(এম) পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

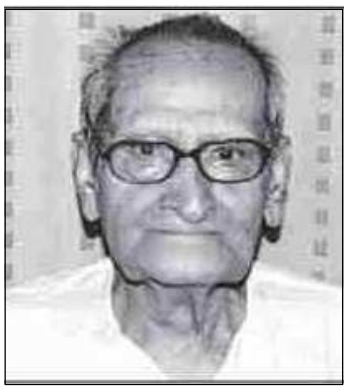

শ্রী চক্রবর্তী তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা উৎসাহী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য ১৯৬১ সালেই সাক্ষরতার উপর ছোট বই লেখেন। ১৯৭০ সালে 'পড়বো লিখবো'-র প্রথম ভাগ ও ১৯৭১ সালে 'পড়বো লিখবো'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সন্ত্রাস ও পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে যুব কর্মীরা জেলায় জেলায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল এই বইগুলি সম্বল করে। ত্রিপুরার প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এই বই দুটির সাহায্যে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ঐ বই-এর লক্ষ লক্ষ কপি সেখানে পাঠানো হয়।

শ্রী চক্রবর্তী ১৯৭১ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'মার্কসবাদ জানবো' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। বইটির সমস্ত কপি ১ মাসের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি এন.বি.এ পরবর্তী মুদ্রণ প্রকাশ করে। 'মার্কসবাদ জানবো' ভাবে সাপ্তাহিক 'দেশহৈতিষী' পত্রিকার প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালে এন.বি.এ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করে। তারপর বইগুলির অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী চক্রবর্তীর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়। 'ফ্যাসিবাদ : অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের নগ্ন আক্রমণ', 'গেরিলা যুদ্ধ নীতি ও কৌশল', 'কৃষক আন্দোলনের নতুন জোয়ার', 'নৈতিকতা প্রসঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী', 'গণশিক্ষার স্বপক্ষে', 'ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির ইতিহাস', 'মার্কসবাদ ও মানবীয় মূল্যবোধ', 'মার্কসবাদ ও ভাষা সমস্যা' ইত্যাদি বইগুলি উল্লেখযোগ্য।

অরুণ মজুমদার-এর সংযোজন : 'মটরদা' মানে আমাদের প্রিয় সৈয়দ শাহেদুল্লাহ আমাকে বললেন বর্ধমান থেকে একজন এখানকার কাজে যুক্ত হবেন একটু আড়াল করে রেখো। কারণটাও বললেন বর্ধমানের সন্ত্রাস। এলেন আমারই মামাতো দাদা মধুদা। এটা ওর ডাক নাম। এ নামেই বাংলা জুড়ে এবং ত্রিপুরা জুড়েও ওনার পরিচিতি।

মটরদা গোটা কুড়ি ইংরাজি বাংলা বইয়ের লিস্ট করে দিলেন। আমি এন বি এ থেকে বইগুলি নিয়ে এলাম। অসাধারণ পড়ুয়া। বইগুলি শেষ করেই যা বুঝলেন মার্কসবাদ নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। বেশ কিছুটা লেখার পর মটরদাকে পড়ে শোনালেন। মটরদা বললেন রসুল সাহেবকে শোনাতে উনিও শুনে খুশি। এভাবেই শুরু হল 'মার্কসবাদ জানবো'র প্রথম যাত্রারম্ভ। এখন পর্যন্ত দেড় লক্ষের বেশি কপি বিক্রি হয়েছে বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে। আবারো এন বি এ ছাপাচ্ছে বইটি।

অঙ্কের বই ছিল ওনার লেখা, প্রচুর বিক্রি হত। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই উনি বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন কারণ ভেজালের অঙ্ক, মহাজনী সুদের অঙ্ক ছেলেদের না শেখানোই উচিৎ। সমবায়, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ইত্যাদি বিষয় ভাবনা নিয়ে নতুন বই শিক্ষার্থীদের কাছে এল। পুরানো পদ্ধতিতে টাইপ দিয়ে কম্পোজ করতে জানতেন, জানতেন ট্রেডল মেসিন চালাতে, জুস সেলাই করে বই বাঁধাতে। হরেকরকম রান্না জানতেন, পিঠে বানাতেন। পায়জামা পাঞ্জাবী সেলাই করতেন নিপুণ দক্ষতায়। জহরকোট সুন্দর বানাতেন। তিনি মেয়েদের জন্য সিল্কের থান কিনে অনবদ্য কাথাস্টিচের কাজ করে দিলেন। বড় মেয়ে সোমা অকালে প্রয়াত হয়েছেন স্বামী অমল চ্যাটার্জী ও দুই কৃতী ছেলে রেখে।

বাগুইআটিতে কাছাকাছি থাকার সুবাদে দেখেছি সারাদিনই কিছু না কিছু করে যাচ্ছেন। বলতাম দাদা একটু বিশ্রাম নিন—শোনে একটা কাজ থেকে অন্য একটা কাজে যাওয়াই বিশ্রাম। শুয়ে থাকলে কি আর বিশ্রাম হয়।

ক'মাস আগে বৌদি প্রয়াত হন। একেবারে একা হয়ে যান। ছেলে আলাদা ফ্লাটে থাকে। স্ত্রী মারা যাবার পর ছোট মেয়ে থাকছিল বাড়িতে।

এই বিরাট কর্মধারার কিছুটা অংশও যদি আয়ত্ত করতে পারতাম তবে অনেক কাজই করা সম্ভব হত।

বিকল্প চাষের উদ্যোগকে হাতিয়ার করে

আর্থিক উন্নয়ন বেগপুরের কৃষকদের

আলেক শেখ, কালনা, ১০ অক্টোবর : কৃষককে বাঁচতে হলে চিরাচরিত ধান-পাট-আলু চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এই ফসল অধিক উৎপাদন হওয়ায় দাম নেই। এমনকি সময়ে সময়ে বিক্রিও হয় না। ক্রেতার আকাল হয়ে যায়। তাই চিরাচরিত ফসলের উৎপাদন কমিয়ে বিকল্প চাষের সন্ধান করতে হবেই। এই উপলব্ধিটা ছিলো বিগত বামফ্রন্ট সরকারের। এই উপলব্ধি থেকেই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে তৈল বীজ ও ডাল শস্যের চাষে কৃষকদের উৎসাহ দেয়, সহায়তা প্রদান করে।

ধান ও আলু চাষ করে কৃষকরা বাঁচতে পারে না। সে কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিলেন তৃণমূল পরিচালিত বেগুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ইনসান মল্লিক। তিনি বলেন, আলু ও ধান চাষের এলাকা কমিয়ে বিকল্প চাষে প্রবেশ করতেই হবে। এছাড়া মুক্তির পথ কোথায়? তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও কৃষকদের বিকল্প চাষে উৎসাহিত করতে তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

ইনসান জানান, বিগত কয়েক বছরে বেগপুর পঞ্চায়েত এলাকার ১৪০ জন কৃষককে কলাবাগান তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এন আর ই জি এ প্রকল্পে প্রতিটি কৃষকের জমিতে কলা গাছের বাগান তৈরি করতে এক বছরের সমস্ত ব্যয় দেওয়া হয়েছে। একবছরের মধ্যে ফসল কাটার মতো অবস্থায় এসে যায়। ঐ ফসল বিক্রি করে কৃষকরা পরবর্তী বছরে চাষ করেন। ইনসানের দাবি কৃষকরা বছরে একবিঘা জমিতে দুই লক্ষ টাকা থেকে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত কলা বিক্রি করতে পারছেন। কলা চাষ করে কৃষকরা লাভবান হওয়ায় অন্য কৃষকরাও নিজেদের উদ্যোগে কলা চাষ শুরু করেছেন বলে জানা গেলো। তবে কৃষকরা বলেন এ চাষে তারা দক্ষ নন, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব আছে। তা পূরণ করতে সরকারি উদ্যোগ জরুরি। বেগপুরে কলাচাষে সফলতা পাওয়ার পর এবার আপেল কুল চাষে উৎসাহ প্রদানের কর্মসূচি নিয়েছে বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এইভাবেই বেগপুরের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

‘সম্প্রীতি একতা অনুভব’-এর পথ চলা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ অক্টোবর : ‘সম্প্রীতি একতা অনুভব’-এর শুরু হলো পথ চলা। ৮ অক্টোবর পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের পাটুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটুলি গ্রাম এলাকার ঐতিহ্য মণ্ডিত সংস্কৃতিভাবাপন্ন মানুষের সহযোগিতায় সাংগঠনিক আত্মপ্রকাশ ঘটলো ‘সম্প্রীতি একতা অনুভব’-এর। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। একটি নতুন ধরনের সংস্থা। পাটুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রথম আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো।

অনুষ্ঠান শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদ বিশিষ্ট লেখক ডঃ স্বপনজ্যোতি ঠাকুর। পাটুলি গ্রামের ঐতিহাসিক প্রাচীনতম নিদর্শন এবং প্রাচীন জনপদ সৃষ্টির উপর আলোকপাত করেন। প্রজেক্টারে প্রদর্শনী দেখান ডঃ স্বপনজ্যোতি ঠাকুর। এরপর বর্তমান সময়ে বাংলার সংস্কৃতি উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এরপরই শুরু হয় কচি-কাঁচাদের উদ্যোগে সুকুমার রায়ের ‘গোঁফ চুরি’। আবৃত্তি, নৃত্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সর্বোপরি পার্থপ্রতিম সিংহের পরশুরাম শ্রুতিনাটকও পরিবেশিত হয়।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল এলাকার ইতিহাস অনুসন্ধান, পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্য সংস্কৃতিগুলিকে খুঁজে বের করা। এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা। নতুন প্রতিভাবানদের সৃজনী ও নান্দনিক প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। মানবিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং এটাকে নাগরিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিক ও নাগরিকবৃন্দ। এদিন সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ‘সাম্প্রীতি একতা অনুভব’-এর ১০ জনের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন শিক্ষক প্রদীপ সেন। সম্পাদক দেবজ্যোতি মল্লিক। সহ সভাপতি অরূপ গোস্বামী ও কোষাধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এই উদ্যোগ মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের উদ্দীপনা জাগিয়েছে।

ভাঙা ব্রিজ দিয়েই চলছে যান চলাচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ অক্টোবর : শুঁড়ো দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালসী মোড় থেকে দুর্গাপুর যাবার পথে ক্যানেলের উপর ব্রিজটি ৫ মাস ধরে ভেঙে পড়ে আছে। সমস্যায় পড়েছেন ৬টা গ্রামের প্রায় ৫০০০ মানুষ। ৫০ বছর আগেকার তৈরি ব্রিজ। বামফ্রন্ট আমলেই কয়েকবার সংস্কার হয়েছিল। চার বছরের তৃণমূলের শাসনে ৫ মাস যাবৎ ব্রিজটি ভেঙে পড়ে আছে। শুঁড়ো, দুর্গাপুর, সিমলা, বেনাপুর, বরর, কাঁটাপুরের মানুষ পঞ্চায়েত সমিতি, সেচদপ্তর, জেলা পরিষদ সরকারি দপ্তর ও স্থানীয় বিধায়ককেও ব্রিজটির সংস্কার করার জন্য দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। এদিকে ওই ভাঙা ব্রিজের পাশ দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছে সংলগ্ন এলাকার মানুষ। এছাড়াও বেশ কিছু ছাত্র/ছাত্রী ও দুর্গাপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রোগী এই ভাঙা ব্রিজ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করে। যাতায়াত করে ছোট পিক-আপ ভ্যান এবং টোটো গাড়ি। এই মুহূর্তে ব্রিজের ভাঙা অংশর পাশ দিয়ে ছোট গাড়ি যাওয়া সম্ভব হলেও অন্য সব গাড়ির যাতায়াত বন্ধ। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমন ধান ওঠার সময় হয়ে আসছে। ওই ব্রিজ দিয়ে ট্রাক্টর যাতায়াত না হলে সাংঘতিক সমস্যায় পড়বেন ৬টা গ্রামের চাষিরা।

উপরে জল ঢালছি ...

—দ্বিতীয় পাতার পর

শতাংশে নেমেছে। কিন্তু একশ জনে ২০ জন মানে তো প্রতি পাঁচ জন একজনে গরিব। দেশে এখন একশ পঁচিশ কোটি মানুষ। তার মধ্যে পঁচিশ কোটি দরিদ্র।

এই পঁচিশ কোটি মানুষের জন্য চিন্তাভাবনা করার বোধ কেউ রাখেনি। নিদান হাতের কাছে আমাদের রাষ্ট্রসংঘ। ২০০০ সালে নতুন সহস্রাব্দ এলে তারা ঘোষণা করে ‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল’ বা ‘সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা’। তাতে দারিদ্র দূরীকরণ, ক্ষুধা, অপুষ্টি কমানোর মতো কর্মসূচি সাড়ম্বরে ঘোষণাও করে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র বেছে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়েছিল দেশে। তাতে কিন্তু ফল মিলেছে। হিসাব বলছে এই দেড় দশকে, মানে ২০০০-২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেক হয়েছে। অপুষ্টি শিশুমৃত্যু, মায়েদের রক্তাল্পতা সব কমেছে। বেড়েছে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সূচকগুলিও। এবার এই এম ডি জি পর্যালোচনা করার পালা।

তাও বিগত সপ্তাহে সম্পন্ন হয়েছে। রাষ্ট্র সংঘের নেতৃত্বে সারা বিশ্ব এই উন্নয়নকে সুস্থায়ী করতে আগামী আরও ১৫ বছরের কর্মসূচি ‘সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য’ বা ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’ গ্রহণ করেছে। ক্ষুধা দারিদ্র দূরীকরণ, লিঙ্গসাম্য ইত্যাদির মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে এই এস ডি জি গ্রহণ করা হয়েছে। সুখের বিষয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও রাষ্ট্র সংঘের সেই সাধারণ সভায় যোগ দিয়ে সবাইকে ধন্য করেছেন। দেশে ফিরে নিশ্চয়ই কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের চেষ্টা করবেন।

উনি যদি আদানি আম্বানিদের জন্যও কিছু করেন, তাতেও তো আমাদের উন্নতি হয়ে যাবে। ওই ‘ট্রিক্‌লডাউন থিয়োরি’ আর কি! ফ্রেডারিক হায়েক বা মিলস্টন ফ্রিডম্যানের মতো অর্থনীতিবিদরা যাকে বলেছেন, চুঁইয়ে নামবে। নামবেই। কী মজা ...!

বন্যায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ অক্টোবর : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো ৪৭৬ জনকে। আজ পূর্বস্থলী ২নং ব্লকে পাটুলী ব্লক অফিসে ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে চার শত ছিয়াত্তর জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের কৃষি আধিকারিক জনার্দন ভট্টাচার্য, জয়েন্ট বিডিও ভরত দাস, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অশোক বাগ।

তিনি বলেন, নিমদহ, পূর্বস্থলী ও পীলা পঞ্চায়েত এলাকার ৪৭৬ জন কে ক্ষতিপূরণ চেক দেওয়া আর্থিক মূল্য ২৬ লক্ষ ২৯ হাজার চার শত আটান্ন টাকা। কিন্তু মানুষের মধ্যে ক্ষোভের কারণ রয়েছে অনেক। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ না পাওয়া।

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে দুষ্কৃতী হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৯ অক্টোবর : মেমারি হাসপাতাল মোড় এলাকায় ৮ অক্টোবর গভীর রাতে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক পরিষেবা কেন্দ্রতে ডাকাতি করার চেষ্টা করে এক দুষ্কৃতী। এদিন সকালে ব্যাঙ্ক খোলার পর দেখা যায় মাঠের দিকে একটি জানলা খুব ছোট করে ভাঙা রয়েছে। কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছে। ম্যানেজারের ঘরের মধ্যেও চেক বই, সিডি কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ সব লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে এবং একটি ল্যাপটপ চুরি গেছে। সি সি টি ভির ভিডিও ফুটেজে দেখে জানা যায় জানালা ভেঙে একজন ব্যক্তিই খালি গায়ে মুখে সাদা কাপড় বাঁধা অবস্থায় ব্যাঙ্ক পরিষেবা কেন্দ্রে হানা দিয়ে ডাকাতি করার চেষ্টা করে। শুধু ল্যাপটপ নিয়ে যায় দুষ্কৃতী। ডাকাতি করার চেষ্টা করেছিল এই ঘটনা এলাকায় জানাজানি হলে মেমারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এই ঘটনার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক পরিষেবা কর্তৃপক্ষ মেমারি থানায় সবিস্তারে লিখিত অভিযোগ করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্কুলের তহবিল নয়ছয় করে ধৃত প্রধান শিক্ষক, পলাতক তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ অক্টোবর : স্কুল তহবিলের বিরাট অংশের অর্থ নয়ছয় করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন প্রধান শিক্ষক। এই ঘটনার সাথে জড়িত স্কুল পরিচালন কমিটির কর্মকর্তা তথা তৃণমূল নেতা গা ঢাকা দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি থানার মণ্ডলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সারগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

সারাগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ খাতুন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগপত্রে বলা হয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুবিমল সাহা তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক সামসুল ইসলাম দু'জনে স্কুল তহবিলের কয়েক লক্ষ টাকা তছরূপ করেছেন। এই তছরূপের মধ্যে রয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থ, মিড-ডে মিলের রান্না ঘর নির্মাণের অর্থ, দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার অর্থ, খেলার সরঞ্জাম ক্রয়ের অর্থ। সব মিলিয়ে ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা তছরূপ হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা জানার পর তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন সম্পাদক সামসুল ইসলাম ক্ষুব্ধ হন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুবিমল সাহা ও তার দলবলকে নিয়ে সামসুল ইসলাম সোমবার স্কুলে এসে হাজির হন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকাকে ধমকাতে থাকেন। খবর যায় গ্রামে। দলমত নির্বিশেষে অভিভাবকরা দলে দলে স্কুলে ছুটে আসেন। বেগতিক দেখে সামসুল সাহেব তড়পানি বন্ধ করে অগোচরে গা-ঢাকা দেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কোনো হিসাব দিতে না পারায় অবিভাবকরা তাকে স্কুলেই আটকে রাখে। প্রথমে তাকে উদ্ধারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। পরে মেমারি ২নং পঞ্চায়েত সমিতি থেকেও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মানুষের অনমনীয় মনোভাবের কাছে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষে ৫ অক্টোবর গভীর রাত্রিতে ঘটনাস্থলে মেমারি থানার পুলিশ আসে। অভিভাবকরা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মেমারি থানার ওসি রাকেশ সিং জানান, মামলা শুরু করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিজের পুরস্কারের অর্থে পদার্থবিদ্যায় সেরাদের পুরস্কৃত করবেন বিকাশবাবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ অক্টোবর : ছোটবেলাতেই পোলিওতে আক্রান্ত বিকাশবাবু। শুধুমাত্র মনের জোরে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে যান তিনি। এখন তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়ে শুধুমাত্র রায়না থানার মেরাল গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাই নয় সারা জেলার তিনি এখন কৃতি সন্তান। বর্তমানে কল্যানী শিক্ষানিকেতন উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। নিজের গ্রামে মেরাল হাইস্কুল থেকে উচ্চ-মাদ্যমিক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ থেকে পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক হয়ে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করেন। এবছর তিনি গ্লোবাল টিচার্স রিওয়ার্ড আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসের দিন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় শিক্ষক পুররস্কার পেয়ে জেলাকে গর্বিত করেছেন। প্রাপ্ত পুরস্কারের টাকা পঞ্চাশ হাজার এবং নিজের সঞ্চিত টাকা দিয়ে রায়না থানাতে নিজের স্কুল সহ ৬টি স্কুলে দান করেছেন। স্বর্গীয় পিতা, পিতামহের নামে এই পুরস্কার পদার্থ বিদ্যায় সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হবে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি তুফান দত্ত, পিতা - সুশীল দত্ত, গ্রাম - কল্যাণপুর, পোঃ - বিজুর, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের সঠিক নাম ANICK DUTTA যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত PREM DUTTA নথিভুক্ত হয়েছে। ANICK DUTTA এবং PREM DUTTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৭৭৫ সালের ৭ অক্টোবর নদীয়ার বজ্রাপুরে জন্মান; ২। ধনপত্ রায়, ১৯৩৮ সালের ৮ অক্টোবর; ৩। ১৮৯৯ সালের ৯ অক্টোবর, লন্ডনে; ৪। পুলিশ সার্জেন্ট টেরানে, ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর, সি আই এ-র নির্দেশে, ছ'জনকে; ৫। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬২ সালের ৯ অক্টোবর, কাম্পালা; ৬। ১৯৭৬ সালের ৯ অক্টোবর; ৭। ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর, তালিবানরা; ৮। প্রশান্ত মহাসাগরে ৩৩০টি দ্বীপ নিয়ে এই দেশ, ১৯৭০ সালের ১০ অক্টোবর, রাজধানী সুভা; ৯। ১৯৮৮ সালের ১১ অক্টোবর; ১০। ১১ অক্টোবর; ১১। ইউরোপ মহাদেশে, ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর, মাদ্রিদ মানজানারেস নদী তীরে, ষাড়; ১২। ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর, ভাইজ্যাক-এ।

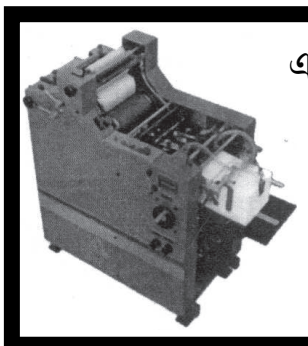

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

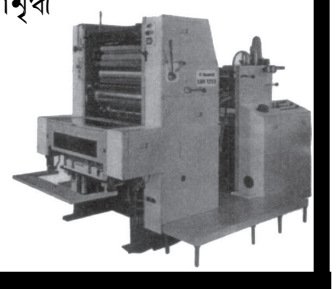

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা